যায়যায়দিন

তারিখ 12 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ইসলামী ইউনিভার্সিটি চলে 'দুই ঘণ্টা'

আজিজুর রহমান অনুপ ইসলামী ইউনিভার্সিটি

ক্যাম্পাস

ইসলামী ইউনিভার্সিটি শিক্ষকরা চলছেন ফ্রি স্টাইলে। অধিকাংশ শিক্ষকই বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শেডিউল অনুযায়ী ক্লাস নেন না। তারা ক্লাস নেন নিজেদের সুবিধামতো। ক্যাম্পাস সময় শেষের দুই ঘণ্টা আগেই ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান তারা। ফলে একাডেমিক প্রশাসনিক কাজে নেমে আসে স্থবিরতা। প্রতিদিনই এমন অবস্থা চলছে।

দেশের অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের যাবতীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে। আবার অনেক ইউনিভার্সিটিতে দিবা ও নৈশ দুই শিফটে ক্লাস-পরীক্ষা হয়।

ইউনিভার্সিটি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে অফিশিয়াল কার্যক্রমের সময় সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ শহর যথাক্রমে ২৪ ও ২২ কিলোমিটার দূরে। ইউনিভার্সিটি সম্পূর্ণ আবাসিক না হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ শহরে থাকতে হয়। ক্যাম্পাসে যাতায়াতের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বাস। এসব বাস দুই শিফটে চলাচল করে। ক্যাম্পাস থেকে শহরে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের আনা-নেয়া করে। এতে দেখা যায় প্রথম শিফটের বাস আধ ঘণ্টা দেরিতে ক্যাম্পাসে পৌঁছানোর কারণে ইউনিভার্সিটির সব কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পর শুরু হয়। আর দ্বিতীয় শিফটের গাড়ি ক্যাম্পাসে পৌঁছে পৌনে ১০টা থেকে ১০টায়। এদিকে অনেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকেন। আবার বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা, ল্যাবরেটরির কাজ ও ব্যবহারিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয় এ একই সময়ের মধ্যে। এভাবে দেখা যায় শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা মাত্র দু'ঘণ্টা একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে সময় দেন।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মকর্তা ক্যাম্পাসে আসেন দ্বিতীয় শিফটের গাড়িতে (১০টার সময়)। আর চলে যান ১২টায়। ক্লাসে শিক্ষক না থাকায় তারাও বাধ্য হয়ে ১২টার গাড়িতে চলে যায়। মূলত সকাল ১০টার আগে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যেমন শুরু হয় না, তেমনি দুপুর ১২টার পর শিক্ষা কার্যক্রম আর তেমন চলে না। আবার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী শহরমুখী হওয়ায় এবং বিকালে একাডেমিক কার্যক্রম না চলায় ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে তেমন দেখা যায় না।

কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তা জানান, ২০০৩ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ক্যাম্পাসের সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত করেন। কিন্তু তখন বেশ কিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা এর চরম বিরোধিতা করেন। তাদের চাপের মুখে তিনি আবার ক্যাম্পাসের সময় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন।

ইউনিভার্সিটির ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. রহুল আমিন এ ব্যাপারে বলেন, শিক্ষকদের ক্লাস নেয়া, গবেষণাসহ বিভিন্ন একাডেমিক কাজে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে গেলে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে থাকার বিকল্প নেই।

এ ব্যাপারে ট্রেজারার প্রফেসর ড. এ এস এম আনোয়ারুল করিম বলেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের উচিত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের কর্তব্য পালন করা।

ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ক্যাম্পাসে আবাসনের ব্যবস্থা না করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে সাবেক ভিসির মতো আবারো সমস্যায় পড়তে হবে। তবে বিষয়টির সমাধান হওয়া দরকার এবং তা সবার সহযোগিতায় করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।